যায়যায়দিন

তারিখ ... 17 APR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

নববর্ষে ছাত্রলীগের চাঁদাবাজি

কোনোভাবেই প্রত্যাশিত নয়

নববর্ষ মানেই হলো একে অপরের সঙ্গে ভেদাভেদ ভুলে নতুন দিনকে বরণ করে নেয়া। এ উৎসব জাতির প্রাণের উৎসব। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে যদি কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে বা এমন খবর শোনা যায় যা এ উৎসবের তাৎপর্যকে ক্ষুণ্ন করে, তবে তার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কী হতে পারে!

সম্প্রতি জানা গেল, পহেলা বৈশাখের নামে রাতভর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডে যানবাহন থামিয়ে চাঁদাবাজি করেছেন ছাত্রলীগের কিছু কর্মী। আর এ চাঁদাবাজির সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলারও শিকার হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের পাঁচ সংবাদকর্মী। যে উৎসব হাজার বছরের ঐতিহ্যকে ধারণ করে, যে উৎসব সব মতের মানুষের মিলনমেলায় ভ্রাতৃত্ববোধকে নব উদ্যমে জাগিয়ে তোলে, সেই নববর্ষকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের কিছু কর্মীর এ কর্মকাণ্ড কোনোভাবেই মেনে নেয়ার মতো নয়। অবাক লাগে, চাঁদাবাজি করছেন এটা একটা অপরাধ, আবার সেই খবর সংগ্রহ করতে গেলে সংবাদকর্মী- যারা তাদেরই ভাই, সহপাঠী, ঢাবিরই ছাত্র অথচ তাদের মারধর করেছে। যেখানে দেশের স্বাধীনতা অর্জন থেকে শুরু করে নানা রকম কাজে ছাত্রদের ত্যাগ ও অবদান আজো জাতির সামনে উজ্জ্বল সেখানে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কিছু কিছু কর্মীর কারণে; বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আজ মেধাবী ছাত্ররা রাজনীতি থেকেও ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছেন, যা ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্য অবশ্যই উদ্বেগের কারণ।

এবারের এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রলীগের ২১ জন নেতাকর্মীকে চিহ্নিত করেছে। তাদের মধ্যে ছয়জনকে আটক করে পুলিশেও দেয়া হয়েছে। তবে ছাত্রলীগ কর্মীরা দাবি করেছেন, তারা ছিনতাই করছিলেন না, গাড়ি থামিয়ে নববর্ষ উপলক্ষে কিছু 'বকশিশ' তুলছিলেন। যদি তাই হয় তবে সংবাদকর্মীরা সংবাদ সংগ্রহে গেলে কেন তাদের মারধর করা হলো এটা অবশ্যই প্রশ্নের জন্ম দেয়। শুধু পাঁচজন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদকই নন, বরং ছাত্রলীগ কর্মীদের নিবৃত্ত করতে গেলে প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক শরিফুল হাসানের ওপরও তারা হামলা চালান। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জানা যায়, শনিবার রাত থেকে রোববার ভোর পর্যন্ত ফুলার রোডে এস এম হল শাখা ছাত্রলীগের ১০-১২ জন নেতাকর্মী ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়া রিকশা, রিকশাভ্যান, মোটরসাইকেল, অটোরিকশা, প্রাইভেট কারসহ বিভিন্ন যানবাহন থামিয়ে পহেলা বৈশাখের নামে চাঁদা তুলছিলেন। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এ খবর পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকরা ভোর সাড়ে ৪টার দিকে ঘটনাস্থলে যান। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মীরা একটি মোটরসাইকেল থামানোর চেষ্টা করছিলেন। সাংবাদিকরা তখন তাদের পরিচয় জানতে চান। তারা নিজেদের এস এম হল ছাত্রলীগের কর্মী বলে পরিচয় দেন। সেখানে থাকা গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আসিফকে ওই বিভাগের ছাত্র, প্রথম আলোর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক আহমেদ জায়িফ জিজ্ঞাসা করেন, 'গণযোগাযোগের শিক্ষার্থী হয়ে তুমি ছিনতাই করছ কেন?' পরে আসিফকে নিয়ে জায়িফসহ অন্য সাংবাদিকরা জগন্নাথ হলের দিকে হাঁটতে শুরু করলে তখন এস এম হলের ছাত্রলীগ কর্মীরা এসে আসিফকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন এবং একপর্যায়ে সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালান। যদিও এই চাঁদাবাজি ও সাংবাদিকদের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ঘটনায় ছাত্রলীগ থেকে ১১ জনকে বহিষ্কারও করা হয়েছে।

সার্বিক প্রেক্ষাপটে এ ধরনের ঘটনা ছাত্র সংগঠন ঘটালে তা যেমন ছাত্রদের জন্য লজ্জার, তেমনিভাবে পুরো জাতির জন্যও। ছাত্রলীগের অনেক কর্মকাণ্ডই বিতর্কিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তাদের সতর্ক করেছেন। আমরা প্রত্যাশা করি, দেশের ছাত্র সংগঠনগুলো এমন কিছু না করুক যা পুরো জাতির জন্যই লজ্জার কারণ হয়।